দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... APR 4 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

137

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ ॥ বিএম কলেজ শিক্ষকের বাড়ির জিনিসপত্র ভাংচুর

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল ॥ সরকারী বিএম কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক খান হাবিবুর রহমানের বাড়িতে হামলা ও লুটপাট হয়েছে। হামলাকারীরা ছাত্রলীগ কর্মী বলে অভিযোগ করা হয়েছে। তবে ছাত্রলীগ হামলার কথা অস্বীকার করেছে। শনিবার দুপুরের এই হামলায় বাড়ির কোন জিনিসপত্র আস্ত থাকেনি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করার অভিযোগে এ ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুর ১২টায় ৪০/৫০ যুবক কলেজ অধ্যক্ষের সরকারী বাসভবনের উল্টাদিকের 'বাবুল লজ' বাড়িতে আসে। তারা বাড়ির দোতলায় খান হাবিবুর রহমানের শ্বশুরবাড়ি থেকে জোরপূর্বক নিচতলার চাবি এনে ঢুকে পড়ে। রামদা, কিরিচ, চাইনিজ কুড়াল ও অন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত যুবকরা বাড়ির ভিতরে ঢুকে 'শত্রু জয়ের' উল্লাসে বাসার সকল চেয়ার-টেবিল, ফ্রিজ, খাটসহ হেন জিনিস নেই না ভাংচুর করেনি। বিকালে এ প্রতিনিধি ঐ বাড়ির মধ্যে ঢুকে সারা ঘরে চাল ছড়ানো, ফ্রিজ টিভিসহ অন্যান্য মালামাল ভাংচুর অবস্থায় দেখতে পান। বাড়ির স্টীল আলমারি ভেঙ্গে ভিতরের স্বর্ণালঙ্কার টাকা ও মূল্যবান

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির

(১২-এর পাতার পর)

কাগজপত্র লুটপাট হয়। ঘটনার সময় পুলিশের একটি ভ্যান মাত্র ৮০ গজ দূরে অবস্থান করছিল। ছাত্রলীগ নেতা নৃপেন কুমার দাস জানান, এ ঘটনার সাথে ছাত্রলীগের কোন নেতাকর্মী জড়িত নেই। ঘটনার সময় খান হাবিব কিংবা তাঁর স্ত্রী-সন্তানরা বাড়িতে ছিলেন না। এ ঘটনার বিষয়ে পুলিশ কিছু বলতে পারেনি। কলেজ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক সমিতির সম্পাদককে বারবার যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, ২৬ মার্চ কলেজের পতাকা উত্তোলনকালে প্রচারিত ধারাভাষ্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করার অভিযোগ রয়েছে খান হাবিবের বিরুদ্ধে। সে কারণে এ হামলা হতে পারে। কোন মামলা হয়নি। সাবেক ব্যাকসু জিএস বলরাম পোদ্দার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কলেজ অধ্যক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। রবিবার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করার ঘটনায় কলেজের তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করবে। কলেজ পরিস্থিতি উত্তপ্ত।